তারিখ ... 23 JAN 1991
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম...৭

দৈনিক বাংলা

C9

19

ইডেন কলেজের ছাত্রীদের সমস্যা

গত ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ইডেন কলেজের মেয়েরা কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অব্যবস্থার অভিযোগ জানিয়ে আসছে। পত্রিকান্তরে কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা সব অভিযোগকে অযৌক্তিক বলে প্রতিবাদ করেছেন। অথচ মূল সমস্যাকে সবাই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। কলেজের সাধারণ ছাত্রীদের সাধারণ কিছু সমস্যার সমাধান না করার জন্যই আজকের এই জটিলতা। যার জন্য সম্পূর্ণ এবং এককভাবে দায়ী কলেজ প্রশাসন। ইতিপূর্বে এ কলেজের মেয়েদের এতটা শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি। যে সব অনাবশ্যক এবং অহেতুক নিয়ম জারি করা হয়েছে তা হলো :-

(১). সবাইকে সাদা ইউনিফর্ম পরতে হবে। (২) সকাল বেলা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং ড্রিল করতে হবে। এবং (৩) বেলা দুটোর আগে গেটের তালা খোলা হবে না।

এই ধরনের আইন পার্শ্ববর্তী একটা সরকারী কলেজেও নেই। কলেজে যেখানে যথেষ্ট টীচার নেই, ক্যান্টিনের অবস্থা ভালো না, বাস নেই সেখানে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে সামান্য ড্রেস নিয়ে কর্তৃপক্ষের মাথা ব্যথার শেষ নেই, আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি একটু সংকীর্ণ। তাই নববিবাহিতাদের সাদা ইউনিফর্ম পরতে আপত্তি দেখা যায়। এইচ এস সি ক্লাশ থেকে শুরু করে মাষ্টার্স ক্লাস পর্যন্ত মেয়েদের স্কুলের মত এসেম্বলি করা কি প্রয়োজন? তাহলে স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ক্লাস হোক বা না হোক তবুও বেলা ২টা পর্যন্ত মেয়েদের আটকে রাখা কি কোন সুস্থ মানসিকতার পরিচয়? কারো ক্লাস হয়তো ১১টায় বা ১২ টার সময় শেষ হয়ে যায়, সে কেন অহেতুক ২টা পর্যন্ত আটকে থাকবে? অনেক বিবাহিতা এবং বাচ্চার মায়েরা জরুরী ক্লাস করে বাসায় ফিরতে চায়, তাদেরকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখার কি যৌক্তিকতা?

কলেজের অন্য কোন উন্নয়ন না করে বারান্দায় গ্রীল লাগানো হচ্ছে মেয়েদেরকে বন্দী করার জন্য। কয়েন বক্স টেলিফোন সবসময় নষ্ট থাকে। কলেজের বাথরুম নোংরা, পানি থাকে না, তার উপর প্রায়ই তালা বন্ধ থাকে। অনাবাসিক মেয়েদের হোস্টেলে জরুরী প্রয়োজন থাকলেও ঢুকতে দেয়া হয় না। বরং দারোয়ান দিয়ে নানাভাবে মেয়েদের হেনস্থা করা হয়। এত বড় কলেজের ১১ হাজার মেয়ের জন্য যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই। বেলা দুটো হচ্ছে যানবাহনের 'পিক আওয়ার'। এই সময় একসাথে এতগুলো মেয়ে বের হলে, স্বাভাবিকভাবে যানবাহনের উপর প্রবল চাপ পড়ে, এই অবস্থার কথা কিছুতেই কর্তৃপক্ষ বুঝতে চান না। যার যার ক্লাস শেষে বাসায় চলে গেলে এতটা সমস্যা হয় না। এদিকে বেলা ১টায় মহিলা বাস আজিমপুরে আসতো। কিন্তু বাসের ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ঐ সময়ে আজিমপুরে যেন মেয়েরা বাসে না যেতে পারে। এরূপ অমানবিক ব্যবহার আর কোথাও আছে বলে জানা নেই

দুপুর ১২ টার আগে ছাত্রীরা কলেজ প্রধানের সাথে প্রয়োজনে দেখা করতে পারবে না। এটা তাঁর স্বঘোষিত আইন। মজার ব্যাপার হলো বেলা ১২টার সময় তিনি গাড়ি নিয়ে বাজার করতে যান নিউমার্কেটে। বাইরের লোকদের প্রয়োজন থাকলেও দুপুর ১২টার আগে কলেজে 'প্রবেশ নিষেধ'। মেয়েরা বই খাতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে নিউমার্কেটে যায় এটা তার অভিপ্রেত নয়। তার আইন হলো, কলেজ থেকে মার্কেটে যাওয়া যাবে না। একটা মেয়ে দূর থেকে ১৫ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে কলেজে এসে, প্রয়োজনে মার্কেটে যেতে পারবে না, সে আবার বাসা থেকে ঘুরে মার্কেটে আসবে। এই ধরনের নিষ্ঠুর নিয়ম আর কোথায় আছে?

• সাধারণ মেয়েদের দাবীর মধ্যে কোন রাজনীতি নেই। ছাত্রীদের অত্যাবশ্যকীয় দাবীগুলো মেনে নেয়াই যুক্তিযুক্ত। আর অন্যায়ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে, সাধারণ ছাত্রীদের পড়াশোনার যে ক্ষতি করা হয়েছে তার মাশুল পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই দিতে হবে।

একজন সাধারণ ছাত্রী
শেষ বর্ষ (মাষ্টার্স)
ইডেন কলেজ
ঢাকা।